পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

بسم الله الرحمن الرحيم

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আজ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ সকল ভাষা শহিদকে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

জাতীয়ভাবে এ দিনটি আমরা 'শহিদ দিবস' এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করি। আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর কালজয়ী নেতৃত্বে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার ভিত্তিতে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষা-ভাষীর কাছে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সময়োপযোগী উদ্যোগ ও নেতৃত্ব এবং প্রবাসী বাঙালিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বিশ্বের সকল মার্তভাষার সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে লক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি অর্জনের পর ২০০০ সাল থেকে সারাবিশ্বে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার করোনা মহামারীর মধ্যেও এখন ৬.৯৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ২৫৯১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ সারাবিশ্বে 'উন্নয়নের রোলমডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আজকের এই মহান দিনে দেশের অব্যাহত অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং বিদেশের মাটিতে দেশের মর্যাদা ও সম্মান সমুন্নত রেখে কাজ করার জন্য সকল প্রবাসী বাঙালি ভাই-বোনদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন। একইসাথে, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং বাংলা ভাষার অধিকতর চর্চার জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাই।

আজকের এই দিনে আমি বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। অমর একুশের মহান চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি– আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি